যুগান্তর

তারিখ 23 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম

আদালত অবমাননা

কাঠগড়ায় দুই ঘণ্টা শিক্ষক : ক্ষমা চেয়ে পার পেলেন ওসি

যুগান্তর রিপোর্ট

আদালত অবমাননার দায়ে নারায়ণগঞ্জের কবি নজরুল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বরখাস্তকৃত জুনিয়র শিক্ষক মোশারফ হোসেনকে সোমবার দুই ঘণ্টা আদালতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। মোশারফের পক্ষে কোনো আইনজীবী না থাকায় তাকে আইনজীবী নিয়োগ করে আগামী সোমবার ফের সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন আদালত। ওই দিন তাকে আদালত অবমাননার অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে। একই সঙ্গে আদালতের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ায় আড়াইহাজার থানার ওসি মো. সাখাওয়াত হোসেনকে অব্যাহতি দেয়া হয়। বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ও বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ সোমবার এই আদেশ দেন।

এর আগে হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী হাজির না হওয়ায় সোমবার আড়াইহাজার থানার ওসি সাখাওয়াত হোসেন ওই শিক্ষককে আটক করে হাইকোর্টে নিয়ে আসেন। জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ইকবাল পারভেজকে দুই বছরের জন্য কলেজটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি নিয়োগ করে পরিপত্র জারি করে। পরে স্থানীয় এমপির এক চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা বোর্ড তার নিয়োগ বাতিল করে। এটি চ্যালেঞ্জ করে ইকবাল পারভেজ হাইকোর্টে রিট করেন।

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

কাঠগড়ায় দুই ঘণ্টা শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হাইকোর্ট ২০১৫ সালের ১৩ অক্টোবর মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে রুল জারি করেন। হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করলে আপিল বিভাগ তাও খারিজ করে দেন। এতে করে ইকবাল পারভেজের ওই কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনে সব বাধা কাটে।

ইকবাল পারভেজের আইনজীবী আবদুর রাজ্জাক জানান, সর্বোচ্চ আদালতের আদেশের পর ইকবাল পারভেজ সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কিন্তু স্থানীয় এমপি নজরুল ইসলাম বাবু কলেজের বিভিন্ন কাজে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। অধ্যক্ষকে মারধরসহ পদত্যাগ করতে বাধ্য করান। পরবর্তীতে এমপির হস্তক্ষেপে প্রায় চার মাস বেতন-ভাতা উত্তোলন বন্ধ ছিল কলেজটিতে। বিষয়টি গত জুন মাসে আদালতের নজরে নেয়া হয়। ১৬ জুন হাইকোর্ট কলেজের কার্যক্রমে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করতে আদেশ জারি করেন। ওই রায়ে আদালত বলেন, এমপির ইন্ধনে কলেজটির গভর্নিং বডিকে অকার্যকর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই আদেশের কপি যাওয়ার পরও বেতন-ভাতা ছাড় করা হয়নি। এ অবস্থায় আবারও বিষয়টি আদালতের নজরে আনলে ২৬ জুন অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজারকে তলব করেন হাইকোর্ট। ম্যানেজার হাজির হয়ে উকিলের মাধ্যমে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে আদালতকে জানান, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও বরখাস্তকৃত শিক্ষক মোশারফ হোসেনের যৌথ স্বাক্ষরে স্কুলের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা উত্তোলন করা হয়েছে। কিন্তু আইন হচ্ছে, পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষরে বেতন উত্তোলন করতে হবে।

এ অবস্থায় ২৯ জুন নারায়ণগঞ্জের জেলা শিক্ষা অফিসার, আড়াইহাজার থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কবি নজরুল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বরখাস্ত শিক্ষক মোশারফ হোসেন ও অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজারকে তলব করেন হাইকোর্ট। ১৩ জুলাই সশরীরে হাজির হয়ে তাদের স্বাক্ষরে কেন ওই প্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতা উত্তোলন করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়। ইতিমধ্যে জেলা শিক্ষা অফিসার, থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজার হাজির হয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে অব্যাহতি পান। কিন্তু শিক্ষক মোশারফ হাজির না হওয়ায় তাকে গ্রেফতার করে হাজির করতে আড়াইহাজার থানার ওসিকে নির্দেশ দেন আদালত।

বৃহস্পতিবার একজন কনস্টেবল দিয়ে ওই শিক্ষককে হাইকোর্টে পাঠান ওসি সাখাওয়াত। পরে হাইকোর্ট আবারও ওসিকে ওই শিক্ষককে আটক করে নিয়ে আসতে বলেন। সে অনুযায়ী সোমবার ওসি ওই শিক্ষককে হাইকোর্টে নিয়ে আসেন। আইনজীবীরা জানান, হাজির হওয়ার পর ওসি নিঃশর্ত ক্ষমা চান। অন্যদিকে শিক্ষককে এক ঘণ্টার মধ্যাহ্ন বিরতিসহ বিকাল চারটা পর্যন্ত আদালতে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দেন। পরে ওই শিক্ষক আইনজীবী নিয়োগ দেবেন বলে আদালতকে জানান। আদালত সোমবার ফের তাকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।